চুয়াডাঙ্গা গড়াইটুপিতে ইয়াবাসহ রহিম বাদশা গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা সদরের ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গড়াইটুপির রহিম বাদশাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে তিতুদহ গ্রামের ডিগ্রীর মাঠ হতে ৩৩ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করে পুলিশ। সে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন গড়াইটুপি ইউনিয়নের গবরগাড়ার জহির উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদের নেতৃত্বে দর্শনা থানাধীন তিতুদহ পুলিশ ক্যাম্পের এসআই ফকির ফেরদৌস সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন তিতুদহ ইউনিয়নের তিতুদহ গ্রামের ডিগ্রীর মাঠের জনৈক সেলিম রেজার মৎস ঘের সংলগ্ন পানির পাম্পের দক্ষিন পাশে অভিযান পরিচালনা করে পুলিশ। এসময় তিতুদহ হতে গোবরগাড়াগামী মেঠো কাঁচা রাস্তার উপর হতে ৩৩ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ রহিম বাদশা (১৯) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। উদ্ধারকৃত মাদকের আনুমানিক
বাজার মূল্য ৯ হাজার ৯ শত টাকা মূলে জব্দ তালিকা মোতাবেক জব্দ করে।

গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ী রহিম বাদশা চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন গড়াইটুপি ইউনিয়নের গবরগাড়া গ্রামের বাসিন্দা ও জহির উদ্দিনের ছেলে।

গ্রেফতারকৃত আসামিদ্বয়ের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ইউনিয়ন বিএনপির

সভাপতি-সেক্রেটারি সহ গ্রেফতার ১১

আলমডাঙ্গায় বিএনপির ১১ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার বিএনপির মহা-সমাবেশকে কেন্দ্র করে নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে অভিযোগ দলটির। তবে পুলিশ বলছে, পূর্বের সুনির্দিষ্ট মামলায় তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্যসচিব শরিফুজ্জামান শরিফ অভিযোগ করে বলেন, আজ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় বিএনপির মহাবেশকে ঘিরে পুলিশ ধরপাকড় শুরু করেছে। এ জেলা থেকে নেতাকর্মীরা সমাবেশস্থলে যেতে না পারে, সেকারণেই মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার ভোর পর্যন্ত পুলিশ বিএনপি নেতাকর্মীদের বাড়ি বাড়ি অভিযান চালিয়েছে। এ সময় দুই ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি-সেক্রেটারি সহ ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেফতার নেতাকর্মীদের মধ্যে বাড়াদী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আসাদুজ্জামান বকুল (৫৩), সহ-সভাপতি ফারুক হোসেন (৪০), ভাঙবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সেক্রেটারি আতাউল হুদা (৪৫), বাড়াদী ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য ওবাইদুল ইসলাম ঝন্টু (৪৩), লুৎফর রহমান টিটু (৫০), ইউনিয়ন বিএনপি নেতা ও চিকিৎসক এ কে এম নাজমুস সালেহীন লিপন (৪১), জেহালা ইউনিয়ন বিএনপি সদস্য সমসের আলী ছমে (৪৭), জামজামি ইউনিয়ন বিএনপি নেতা মজিবর রহমান (৫৫), খাসকররা ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য ফতে আলী (৬০), ভাঙবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য বাদশা আলম (৬০), আলমডাঙ্গা পৌর ছাত্রদলের সদস্য জনি (২৮)। আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন বলেন, মহাসমাবেশ বাঁধাগ্রস্ত করতে অপকৌশল নিয়েছে সরকার। তারা দলীয় নেতাকর্মীদের বাড়িতে পুলিশ দিয়ে অভিযান চালাচ্ছে। মিথ্যে মামলায় ১১ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি (তদন্ত) একরামুল হোসেন বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। যাদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মামলায় আটকৃতদের গতকাল বুধবার দুপুরে কোর্টের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ও দামুড়হুদায় পুলিশের অভিযান ৮ জামায়াত নেতাকর্মী আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা দামুড়হুদা থানা পুলিশ বিভিন স্থানে অভিযান চালিয়ে ৮ জন জামায়াতের নেতাকর্মিকে আটক করেছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৭টি বোমা সাদৃশ্য উদ্ধার দাবী করে পুলিশ, গতকাল বুধবার সকাল থেকেই জামায়াতের নেতা কর্মীদের সন্ধানে তাদের বাড়ী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পুলিশ তল্লাশী চালায় বলে অভিযোগ করে জামায়াতের নেতাকর্মীরা।

এদিকে গতকাল বুধবার বিকালে আটককৃতদের বোমাসহ কোর্টে চালান দেওয়া হয়েছে।

দর্শনা থানা পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ গতকাল বুধবার ও আগরদিন গভীর রাতে দর্শনা থানা এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামে অভিযান চালানোহয়। এর মধ্যে দর্শনা পৌর এলাকার দক্ষিণচাঁদপুর গ্রাম থেকে দর্শনা পৌর জামায়াতের সেক্রটারী মোঃ আমজাদ হোসেন, জামায়াত নেতা তানজিল হোসেন, তিতুদহ গ্রাম থেকে নাজমুল হক ও হাফিজুল ইসলাম, নেহালপুর গ্রাম থেকে মসজিদের ইমাম হাফেজ লোকমান হোসেন ও আরাফাত রহমান এবং বেগমপুর ইউনিয়নের জামায়াতের সভাপতি মোশারফ হোসেনকে আটক করা হয় ও তাদের কাছ থেকে ৭টি বোমা সাদৃশ্য উদ্ধার করা হয় বলে দাবী করে পুলিশ।

অপর দিকে দামুড়হুদা থানা পুলিশ দুপুরের দিকে নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতের সেক্রটারী মাওলানা আব্দুল গফুরকে আটক করে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ জানান, আটককৃতদের কাছ থেকে ৭টি বোমা সাদৃশ্য উদ্ধার করা হয়েছে,যা নাশকতার কাজ লাগানো হতে পারে বলে খবর ছিল। আটককৃতদের গতকাল বুধবার বিকালে নাশকতা ও বিষ্ফোরক দ্রব্যর মামলায় চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে

প্রেরন করা হয়েছে।

আটককৃতদের পরিবারের সদস্যরা জানায়, তারা প্রত্যকে নিজ নিজ বাড়ীত ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়ে বিষ্ফারকর মামলা সাজিয়েছে। এছাড়াও গতকাল দিনভর পুলিশ জামায়াত ও বিএনপির নেতাকর্মীদের বাড়ী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আটকের উদ্দশ্য অভিযান চালিয়েছে।

৯৯৯ এ কল, বিবাদমান জমির উপর নির্মিত ভবনের কাজ বন্ধ করলো পুলিশ

৯৯৯ এর কল পেয়ে বিবাদমান জমির উপর নির্মিত ভবনের কাজ বন্ধ করলেন মহেশপুর থানা পুলিশ। গতকাল বুধবার সকালে ওই কাজ বন্ধ করেন পুলিশ।

জানা যায়,মহেশপুরের আলমপুর বাজার সংলগ্ন প্রগতি টেডার্সের ভবনের ৮ শতক জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলে আসছে মাহবুবুর রহমান ও ইউনুচ আলীর সঙ্গে।

এরমধ্যে ইউনুচ আলী পৈত্রিক সুত্রে ওই জমির মালিকানা দাবী করছেন। যা নিয়ে আদালতে চলমান রয়েছে মামলা। গতকাল বুধবার সকালে ওই জমির উপর নির্মিত ভবনের কাজ করছিলেন মাহবুবুর রহমানের ছেলে আব্দুল্লা আল মামুন (মিনু)। খবর পেয়ে ইউনুচ আলী পুলিশের টোল ফ্রি নাম্বার ৯৯৯ এ কল করেন। এ খবরে পুলিশ আইন শৃংখলা রক্ষার্থে কাজ বন্ধ করে দেন।

বিষয়টি নিয়ে জমির মালিক ইউনুস আলী বলেন, জমি নিয়ে আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। এরপরও তারা আদালত অবমাননা করে ওই জমির উপর নির্মিত ভবনে কাজ করছিল। আমি বাধ্য হয়ে ৯৯৯ এ কল করেছিলাম,পুলিশ এসে কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন।
তিনি বলেন, আলামপুর মৌজার সাবেক ৪৩ দাগ,বর্তমান ৬৮ দাগের জমি এটি। মাহবুর রহমান ওই জমি ক্রয় সুত্রে মালিক। তবে তিনি জমির

একপাশ কিনে, ভোগ দখল করছেন,অন্য পাশের জমি। আর এটা নিয়ে বিবাদ।

অন্যদিকে মাহবুবুর রহমানের ছেলে আব্দুল্লা আল মামুন(মিনু) বলেন,২০১৩ সালে আলমপুর মৌজার ৬৮ দাগ থেকে ৮ শতক জমি কিনেন আমার পিতা। সে থেকে ভোগ দখল করে আসছি।

ভবনও নির্মান করা হয়েছে ওই জমির উপর। এখন তারা ভবনের জায়গা,তাদের বলে দাবী করছেন। হয়রানি করছেন বিভিন্ন ভাবে। মামলা ও করেছেন বেশ কয়েকটি।

তবে আদালতে কোন প্রমান দিতে না পারায়, ইতোমধ্যে সব মামলা আদালত খারিজ করে দিয়েছেন। আর একটা মামলা আছে। ওই মামলাটিও রয়েছে শুনানি পর্যায়ে। যা শুনানি হলে, ওই মামলাও খারিজ হবে বলে আশা করছি।

বিষয়টি নিয়ে মহেশপুর থানায় সহউপপরিদর্শক (এএসআই) আজমল হোসেন বলেন,ওই জমিতে মামলা চলমান রয়েছে। এরপরও একপক্ষ কাজ করছিল। অন্যপক্ষ ৯৯৯ এ কল করেন। এরপেক্ষিতে ওসি স্যার আমাকে পাঠিয়েছিলেন। আমি এসে কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। যাতে করে কোন প্রকার আইন শৃংখলার অবনতি না ঘটে।

মামলা ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট পালন

ঝিনাইদহে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে বাঁধা দেওয়ার অভিযোগে মামলা ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করছে ব্যবসায়ীরা।

আজ বুধবার সকাল থেকে জেলা শহরের সবচেয়ে বড় বাজার নতুন হাটখোলার ব্যবসায়ীরা এ কর্মসূচী পালন করছে। এতে বিপাকে পড়েছে সর্বস্তরের মানুষ।

স্থানীয়রা জানায়, মঙ্গলবার বিকেলে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শরিফুল হক ও জেলা ঔষধ তত্বাবধায়ক নতুন হাটখোলায় অভিযান চালায়। দুটি দোকানে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করে। সেসময় আশপাশের ব্যবসায়ীরা বিচারকদের অবরুদ্ধ করে। পরে পুলিশ এলে তারা

সেখান থেকে চলে যায়। এ ঘটনায় রাতে ঔষধ তত্বাবধায়ক সিরাজুম মুনিরা বাদী হয়ে ১৪ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ৮০/৯০ জনকে আসামী করে সদর থানায় মামলা দায়ের করে। মামলার পর ২ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ ঘটনার প্রতিবাদ ও মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে সকাল থেকেই ধর্মঘট পালন করছে ব্যবসায়ীরা। আর এতে চরম বিপাকে পড়েছে বাজার করতে আসা সব শ্রেণীর মানুষ।

শহরের আদর্শপাড়া এলাকার বাসিন্দা আম্বিয়া খাতুন বলেন, আমার বাসায় অতিথি এসেছে। এখন বাজার করতে এসে কিছুই তো পেলাম না। এখন কি করি কোথা থেকে বাজার করি তা নিয়ে তো বিপদে আছি।

কেজি কলেজ এলাকার কলেজ ছাত্র আহসান কবির বলেন, আমরা ম্যাচে ৩৫ জন ছাত্র থাকি। এখন বাজারে এলাম কেনা-কাটা করব বলে। কিন্তু সব দোকান তো বন্ধ। এখন বাজার করতে না পারলে তো সবাইকে না খেয়ে থাকতে হবে।

নতুন হাটখোলা দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বলেন, বিনা কারণে ব্যবসায়ীদের নামে মামলা দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ২ জনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। তাই ব্যবসায়ীরা গ্রেফতার এড়াতে বাজারে আসেনি। ডিসি স্যারের সাথে আমাদের কথা হয়েছে। তিনি এই সমস্যার সমাধান করলে ব্যবসায়ীরা আবারো দোকান খুলবে।

মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে ৭ গ্রাম হেরোইনসহ আটক ১

মেহেরপুরে ৭ গ্রাম হেরোইনসহ মো: হাবিল ফরাজী (৪০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-
১২) সিপিসি-মেহেরপুর ক্যাম্পের একটি দল।

আটক হাবিল ফরাজী কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার কোলদিয়ার গ্রামের মৃত ছলিম ফরাজীর ছেলে।

বুধবার (২৬ জুলাই) বিকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা

ইউনিয়নের চারা পাকুড়তলা চৌরাস্তা মোড় এলাকায় আজিম উদ্দিনের ইটভাটার সামনে পাকা রাস্তার উপর অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন। এসময় তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

সিপিসি-মেহেরপুর কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুজ্জামান সন্ধ্যায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে গ্রেফতারকৃত আসামীকে পরবর্তী আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৩ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন, মেহেরপুর শহরের ফৌজদারিপাড়ার মৃত মহিরুদ্দীনের ছেলে নবাব শেখ (৩৫), স্টেডিয়ামপাড়ার সমসের আলীর ছেলে জিয়াউদ্দিন (৪২) ও নতুন পাড়ার আলমগীর হোসেনের ছেলে নয়ন (২৭)।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম মেহেরপুর শহরে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

থানা সূত্র বলেছেন, নবাব শেখের বিরুদ্ধে মামলা নং সিআর ২৪/২১, জিয়া উদ্দিনের বিরুদ্ধে মামলা নং পারিজায় ১৫/১০ এবং নয়নের বিরুদ্ধে মামলা নং ৩৮(৭)২৩ রয়েছে। তারা তিন আসামি দীর্ঘদিন যাবৎ পলাতক জীবন যাপন করছিলেন।

গ্রেফতারকৃতদের বুধবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগর পুলিশের অভিযানে জামায়াতে ইসলামীর ৮ নারী কর্মী আটক

সরকার সম্পর্কে বিদ্বেষ ও মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে নাশকতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এলাকার সহজ-সরল নারীদের একত্রিত করে গোপন সভা করাকালিন সময়ে পুলিশের অভিযানে জামায়াতে ইসলামীর ৮ সক্রিয় নারী কর্মী আটক হয়েছে।

আজ বুধবার (২৬ জুলাই) দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানা পুলিশ মুজিবনগর উপজেলার খাঁনপুর কালীতলার মোড় এলাকার আবু বক্কর সিদ্দিকের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে জামায়াতে ইসলামীর এই ৮ নারী কর্মীকে আটক করা হয়।
এসময় তাদের নিকট থেকে বিপুল পরিমান জিহাদী বই টাকা আদায়ের রশিদ বই উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, খাঁনপুর গ্রামের আবু সিদ্দিকীর স্ত্রী জামায়াতের নারী নেত্রী রেবেকা খাতুন (৩৫), একই গ্রামের সুমন আলীর স্ত্রী জেসমিন খাতুন (৩৪), ফিরোজ আলীর স্ত্রী নাসিমা খাতুন (৩৫), আসাদুল হকের স্ত্রী কুলছুম খাতুন (৩৮), মনোয়ার হোসেন এর স্ত্রী জুলেখা খাতুন (২১), শরিফ উদ্দীনের স্ত্রী শান্তনা খাতুন (৩২), মুকুল আলীর স্ত্রী শামসুন্নহার (৩৭), শরিফুল ইসলামের স্ত্রী সালমা খাতুন (৩১)।

মুজিবনগর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খাঁনপুর গ্রামের আবু সিদ্দিকের বাড়িতে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে কয়েক জন পালিয়ে যায়। এসময় জামায়াতের আট নারীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

ওসি মেহেদী রাসেল আরও জানান, সরকার সম্পর্কে বিদ্বেষ ও মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে নাশকতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তারা এলাকার সহজ-সরল নারীদের একত্রিত করে গোপন সভা করছিল। যা জনগনের মধ্যে আতংক

সৃষ্টির মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী)/২০১৩ এর ৬/৭/১০ ধরায় তাদের নামে মামলা করা হয়েছে।

গ্রেফতার হওয়া ৮ জনসহ অজ্ঞাতনামা আরও ১৫/২০ জনকে আসামি করে মামলাটি দায়ের করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃতদেরকে মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

মেহেরপুরে জেলা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৬

মেহেরপুর জেলা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযান বিভিন্ন মামলার ৩ জন, মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে চুরির মামলায় ১ আসামি রয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ও গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম মঙ্গলবার দিবাগত রাতভর অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।
আজ বুধবার (২৬ জুলাই) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরের সাংবাদিকদের সাথে

ডিসির মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও মতবিনিময় সভা করেছেন মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো: শামীম হাসান।

আজ মঙ্গলবার (২৫ জুলাই) বিকালে জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে এই মতবিনিমিয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (আইসিটি) আব্দুল কাদির ও ডিডি এলজি শামীম হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মাহাবুব চান্দু, সিনিয়র সাংবাদিক রফিক উল আলম, যমুনা টিভির সাংবাদিক রামিজ আহসান।

এসময় মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাব, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দ ও জেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট, অনলাইন ও টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসক জেলার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। এসময় সাংবাদিকরাও আগামীতে জেলা প্রশাসককে নিয়ে বিভিন্ন কথা তুলে ধরেন।